



“যা সীজারের, তা সীজারকেই দাও! আর
যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও!”



সাধারণ কালের ২৪শ রবিবার
বিশ্ব ধর্মবিস্তার রবিবার

১৮ই অক্টোবর ২০২০ - ১লা কার্তিক ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

খ্রীষ্টযজ্ঞের ভূমিকা

আজ সারা বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটি ক্যাথলিক সানন্দে পালন করছে ধর্মবিস্তার রবিবার। বছরে একদিন আমরা বিশ্বগুরু পোপ মহোদয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম পিতার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন শয্যক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে আরও লোকদের প্রেরণ করেন, এবং যীশুর মঙ্গলবাণী ঘোষণার কাজে তাঁরা যেন সফলতা লাভ করেন। আসলে যীশুর মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা আমাদের অনেক কাজের মধ্যে একটি, তা মোটেই নয়, বরং তা হল প্রত্যেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই আমরা স্মরণ করতে পারি করিষ্টীয়দের কাছে তাঁর প্রথম পত্রে সাধু পলের উক্তি : ‘আসলে আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করার কিছুই নেই, কেন না তা প্রচার না করে আমি পারি না। হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি!’ (৯:১৬)

১৯২৬ সালে প্রয়াত পোপ একাদশ পিউস বিশ্ব ধর্মবিস্তার দিবস প্রবর্তন করেন, তাই প্রত্যেক বছর অক্টোবর মাস আমরা ধর্মবিস্তারের জন্যে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি, এবং এই বিশেষ দিন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কাছে অনুরোধ রাখা হয়, তারা যেন যথাসাধ্য অর্থদানের মাধ্যমে ধর্মবিস্তার কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। আসলে ধর্মবিস্তার কাজ বলতে শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে, হাটেবাজারে গলা চোঁচিয়ে যীশুর বাণী ঘোষণা করা তা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত আছে বাণীপ্রচারকদের প্রস্তুত করা, তাদের শিক্ষা দেওয়া। তাই যীশু আমাদের আহবান জানাচ্ছেন, যা ঈশ্বরের প্রাপ্য আমরা যেন তা নির্দিষ্টায় তাঁরই হাতে তুলে দিতে পারি, তাহলে আমরাও একদিন তাঁর দেওয়া মহিমার মুকুট লাভ করব এবং তাঁর সঙ্গসুখ চিরকালের মতো লাভ করব।

প্রথম পাঠের ভূমিকা :

প্রথম পাঠে যে রাজা সাইরাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন দ্বিতীয় সাইরাস, যিনি মহাপ্রাণ সাইরাস বলেও খ্যাত। তিনিই পারস্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে তিনি বাবিলোনীয়দের পরাস্ত করেন (এই বাবিলোনীয়রাই ৫০ বছর পূর্বে ইহুদীদের পরাজিত করে বাবিলোনে নির্বাসনে নিয়ে গিয়েছিল)। এই পাঠে বলা হচ্ছে যে, রাজা সাইরাস যদিও এক বিজাতীয় রাজা, তবুও ঈশ্বরের দূত হয়ে ওঠেন। আসলে ঈশ্বর পারস্য রাজ সাইরাসের মাধ্যমে আপন জাতির মানুষ ইস্রায়েলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন, তাদের আপনদেশে তাদের ফিরে যেতে সাহায্য করেন। আমরা জানি, ঈশ্বর যেন কোনও মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি প্রকাশ করতে পারেন, মানব ইতিহাসই তার সাক্ষী, কারণ তিনি তো শুধুমাত্র ইহুদীদের ঈশ্বর তা নন, বরং তিনি তো সকল মানুষের ঈশ্বর। তাই সাইরাস এখানে ইহুদীদের কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্য দিয়ে মন্দিরের যেসব সোনা ও রূপোর পাত্র রাজা নেবুকাডনেজার বাবিলোনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেসবই জেরুসালেমে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেন, তাই একরকম সাইরাসকে খ্রীষ্ট (মুক্তিদাতা) বলেও সম্বোধন করা হয়।

প্রথম পাঠ : ইসাইয়ার গ্রন্থ ৪৫: ১, ৪-৬

ভগবানের এই বাণী তাঁর অভিযুক্তজন ফারসী রাজা সাইরাসের প্রতি উচ্চারিত : “ভগবান তাঁর অভিযুক্তজন সাইরাসের ডান হাত ধরে আছেন এখন; সাইরাসের অধীনে নানা জাতিকে আনবেন

তিনি, খুলে দেবেন যত রাজার শক্তির বন্ধনী। তাঁর যাবার জন্যে সমস্ত প্রবেশদ্বার অব্যাহত করবেন তিনি; রুদ্ধ রাখবেন না কোন সিংহ-দুয়ার।” সাইরাসকে বলছেন তিনি : “আমার সেবক যাকোবের কথা ভেবে, হ্যাঁ, আমার সেই মনোনীতজন ইস্রায়েলেরই কথা ভেবে আমি নাম ধরে ডাকছি তোমায়; আমার পরিচয় তোমার জানা না থাকলেও আমি কিন্তু বিশিষ্ট আখ্যা দিয়েছি তোমায়! আমিই ভগবান—অন্য কেউই নয়। আমি ছাড়া আর কোন দেবতা-ই নেই। আমার পরিচয় তোমার জানা না থাকলেও আমি তোমার কোমরে বেঁধে দিয়েছি শক্তির বন্ধনী, যাতে উদয়াচল থেকে অস্তাচলে সকলেই বুঝতে পারে, আমার বাইরে কোন-কিছুই নেই! আমিই ভগবান—অন্য কেউই নয়।”

সামসঙ্গীত

৯৬. ১, ৩-৫, ৭-১০

ধ্রুয়ো : জয় জয়, মহামহিম ভগবানের জয় !

ভগবানের উদ্দেশে গাও আজ নতুন গীতিকা;
ভগবানের উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র ধরণী;
বিজাতীয় সবার কাছে বল
তাঁর মহিমা প্রকাশের কথা,
সকল জাতির কাছে তাঁর অপরূপ
শত কীর্তির কথা !

আহা, ভগবান কত মহীয়ান, মহাবন্দনীয় !
সমস্ত দেবতার চেয়ে সন্ত্রমে বরণীয় তিনি।
বিজাতীয়দের ওই সব দেবতা যত অলীক পুতুল;
কিন্তু ভগবান—নভোমণ্ডল তো তাঁরই রচনা !

সর্বজাতির সর্বমানব-গোষ্ঠী,
ভগবানের উদ্দেশে জয়গান কর;
ভগবানের মহিমা ও শক্তির জয়গান কর !
ভগবানের নাম-মহিমার, আহা, জয়গান কর;
নৈবেদ্য সাজিয়ে তোমরা এসো
তাঁর মন্দির-প্রাঙ্গণে !

আহা, ভগবান যে পবিত্রতায় মহামহিম !
তাকে জানাও প্রণতি;
তাঁর সামনে কম্পিত হও, সমগ্র ধরণী !

বিজাতীয় সবার কাছে ঘোষণা কর :
“ভগবান রাজত্ব করেন।”
সকল জাতিকে তিনি বিচার করেন
ন্যায়েরই বিধানে।

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা :

বাইবেল গবেষকরা মনে করেন যে, সাধু পলের এই পত্র লেখা হয়েছে উত্তর গ্রীসের থেসালোনাইকার নতুন দীক্ষিত ইহুদী ও বিজাতীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে, এবং সম্ভবত এই পত্র হচ্ছে নতুন নিয়মের সবচেয়ে পুরনো লেখা, যা করিন্থ নগর থেকে ৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। সাধু পল মনে করেন যে, তিনি থেসালোনিকীয়দের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছেন, তিনি তাদের মধ্যে যে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেছিলেন, তার তুলনায় তাদের মধ্যে বেশী পরিমাণেই বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা রয়েছে। তিনি একথা স্বীকার করছেন যে, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা সক্রিয় আছেন। এই পত্রের আর একটি উল্লেখ ৫ঃ৮ আর এই পাঠের ১ঃ২-৩ পদে আমরা প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করি তিনটি ঐশ্বরাত্মিক গুণ। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এখানকার মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তার জন্যে সাধু পল তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছেন। এই ভাবে তারা যে মঙ্গল বাণী বরণ করে নিয়েছিল, তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় পাঠ : ১ থেসালোনিকীয়দের ১.১-৫

আমরা, পল, সিলভানুস ও তিমথি, আমরা এই পত্র লিখছি থেসালোনিকীয় ভক্তমণ্ডলী তোমাদেরই কাছে, পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু-খ্রীষ্টের আশ্রিতজন যারা ঈশ্বর তোমাদের অনুগ্রহ-ধন্য করুন, শান্তি-ধন্য করুন !

আমাদের প্রার্থনায় আমরা সর্বদাই তোমাদের কথা মনে রাখি; সব সময়েই তোমাদের সকলের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। যিনি আমাদের ঈশ্বর ও পিতা, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই কথা স্মরণ

করি যে, কেমন ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তোমাদের ধর্মবিশ্বাস, কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমাদের ভক্তি-ভালবাসা আর কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু-খ্রীষ্টের ওপর তোমাদের আশা-ভরসা।

ভাই, ঈশ্বরের প্রীতিভাজন এই যে তোমরা, আমরা তো জানি, তোমরা তাঁর মনোনীতজন। আমরা যখন তোমাদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে এসেছিলাম, তখন তো আমাদের সেই প্রচারের মধ্যে শুধুমাত্র কথাই নয়, বিশেষ শক্তিও ছিল; ছিল পবিত্র আত্মার প্রভাব আর আমাদের নিজেদের পূর্ণ প্রত্যয়ের প্রেরণা।

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয় !

সংসারের আকাশে তোমরা জ্যোতির্ময় তারা;
মানুষের সামনে তোমরা জীবনবাণীর বাহক!

জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে যীশুকে ধরবার জন্যে তাঁর শত্রুরা একটি ফাঁদ তৈরী করে রাখেন। যদিও তাঁরা যীশুকে সহজে ফাঁদের ফেলতে পারেন না, বরং নিজেদের ফাঁদে তাঁদের পড়তে হয়, তবুও তাঁরা বারবার নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান, যাতে যীশুর প্রতি তাঁরা জনমত তৈরী করতে পারেন, সকলের সামনে প্রমাণ করতে পারেন যে, যীশু সত্যিই দেশদ্রোহী বা ইহুদী ধর্মবিরোধী। তাই আজকের পাঠে তাঁরা যীশুর কাছে এমন একটি প্রশ্ন তুলে ধরছেন, যার উত্তর দিতে গিয়ে যীশুকে তাঁদের পাতানো ফাঁদে পড়তেই হবে। তাঁদের প্রশ্ন ছিল সহজ : ফরিসি ও শাস্ত্রীদের কি আইনত ভাবে সিজারের প্রতি কর প্রদান করতে হবে? তাঁরা জানতেন যে, যীশু যদি বলেন, না, তাহলে তিনি রোমীয়দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু যদি বলেন, হ্যাঁ, তাহলে তিনি ইহুদী ধর্মবিরোধী বলে তুলে ধরা যেতে পারেন, এই ভাবে তিনি মোশীর বিধানেরও বিরোধী বলে প্রমাণিত হবেন।

মঙ্গলসমাচার :

মথি ২২, ১৫-২১

ফরিসিরা একদিন পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে যীশুকে তাঁর নিজের কোন কথা দিয়েই ফাঁদে ফেলা যায়। তাঁরা তখন হেরোদের সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তারা এসে যীশুকে বলল : “গুরু, আমরা তো জানি, আপনি একজন সৎ মানুষ; আপনি সৎ শিক্ষা দিয়েই মানুষকে ঈশ্বরের পথ চিনিয়ে দেন। কে কী মনে করবে, তা আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, কেন না কার্ কতটা সম্মান, আপনি তো তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামান না। তাই বলুন তো, এই ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন : বিধান অনুসারে আমরা কি সীজারকে রাজস্ব দিতে পারি, না, পারি না?”

যীশু কিন্তু তাদের ওই শয়তানি বুঝতে পেরে উত্তর দিলেন : “কী ভণ্ড তোমরা! আমাকে যাচাই করতে চাইছ কেন? কই, রাজস্বের টাকাটা আমায় একবার দেখাও দেখি!”

তারা তখন একটা রূপোর টাকা এনে তাঁর হাতে দিল। তিনি তাদের বললেন : “এটা কার্ প্রতিমূর্তি? এতে কার্ নাম লেখা রয়েছে?” তারা উত্তর দিল : “সীজারের!” তিনি তখন তাদের বললেন : “তাহলে, যা সীজারের, তা সীজারকেই দাও! আর যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও!”

উপদেশের জন্যে টিকা :

আমরা সবাই বাস করি কোনও না কোনও দেশে, তাই নিজেদের দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য থাকা স্বাভাবিক। দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা যেমন বিভিন্ন সুযোগ ও সবিধে পাবার যোগ্য, তেমনি ভাবে দেশের আইন মেনে চলতেও বাধ্য। তাই আমরা কখনও নিজেদের দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও ধরণের অন্যায় কাজ করতে পারি না। তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য-শিষ্যা হিসাবে আমাদের আরও একটি পরিচয় থাকে, আমরা হলাম সত্যি করে স্বর্গের নাগরিক। সুতরাং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে হবে, তাঁর দেখানো আদর্শের পথে এগিয়ে চলার জন্যে আমরা আহূত। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঈশ্বরেরও প্রতি আমাদের

বিশেষ কর্তব্য রয়েছে।

এমন দু'টি নাগরিকত্বের মধ্যে কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব থাকার তো কথা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা লক্ষ্য করতে পারি এই দু'টি শক্তির মধ্যে বিরোধিতা ধীরে ধীরে আমাদের আচ্ছন্ন করতে শুরু করে। যখন এই দু'টি নাগরিকত্বের মধ্যে তারতম্য প্রকট হয়, তখন আমাদের বেছে নিতে হবে যে-কোনও একটি, যা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলে, আমাদের আত্মায় শান্তি আনে। তবে তা করতে গেলে যে, আমাদের অন্য এক নাগরিকত্বের বিরোধিতা করতে হবে, যার ফলে আমাদের নানা সঙ্কট ও অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে। এই দু'টি নাগরিকত্বের মধ্যে আমাদের বাধ্য হয়ে একটি বেছে নিতে হয়, তার জন্যে অন্য শক্তির কাছ থেকে আমাদের নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা কি তেমন পরিস্থিতির জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করে রেখেছি?

আমরা বলতে পারি না যে, সর্বদা এই দু'ধরনের নাগরিকত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকবে, যার জন্যে আমাদের নানা সমস্যা, সঙ্কট ও অসুবিধেয় পড়তে হবে। কিন্তু আমরা যদি সাবধান না থাকি, তাহলে আমাদের অকারণে ভুগতে হবে, বিশেষ করে আমরা যদি কোনও কারণের জন্যে ভুল নাগরিকত্বকেই প্রধান্য দিই, তখন কিন্তু আমরা সহজে রেহাই পাব না। আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই যে, দেশের নাগরিকত্ব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। ঈশ্বর অশুভ শক্তিগুলিকে প্রয়োগ করেও, বিজাতীয়দের কাজে লাগিয়েও তাঁর আপনজাতির মানুষদের নতুন শিক্ষা দিতে পারেন, তাদের আগলে রাখতে পারেন, বিপদে তাদের রক্ষা করতে পারেন।

রাজা সাইরাস ছিলেন সত্যিই একজন বিজাতীয় রাজা, যিনি বাবিলোনিয়দের পরাজিত করে ইহুদীদের প্রতি রাজা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এমন একটি কাজ করেন, যা অন্য কোনও রাজা করার সাহস করতেন না। তিনি যে ইহুদীদের আপন দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তা নয়, তিনি তাদের মন্দির গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করেন। তাঁর এমন সহায়তার জন্যে তিনি লোকদের কাছ থেকে কী আশা করেন? তেমন কিছু তো

এখানে উল্লেখ করা নেই। তিনি ভাল মানুষ ছিলেন বলে, ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে কোনও কিছু আশা করেন না, এমন কি তাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততাও আশা করেন না। তিনি শুধু এইটুকু চান, তারা যেন হারানো জীবনটি ফিরে পায়, নতুন করে জীবনকে গড়ে তোলে।

এবার আমরা মঙ্গলসমাচার পাঠে আসি। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের ২২ঃ১৫-৪৬ পাঠের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যীশুকে যাচাই করার জন্যে ফরিসি ও শাস্ত্রীদের চারটি প্রশ্ন, আর আজকের পাঠে আমরা তার প্রথম প্রশ্ন শুনতে পাই - সীজারকে আইনত কর দেওয়া উচিত কি না। আসলে আজকের এই প্রশ্ন আইনের প্রসঙ্গে তুলে ধরা হচ্ছে। আসলে আমাদের বুঝতে হবে কেন ফরিসিদের এই প্রশ্ন সত্যিই প্রাসঙ্গিক। রোমীয়রা ইহুদীদের ওপর তিনটি কর প্রদান জোর করে দেয় - জমির কর, আয় কর, আর লোকগণনা কর। জমির কর হিসাবে প্রত্যেক ইহুদীকে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ কর হিসাবে দিতে হবে। এই কর কোনও সময় জিনিস হিসাবে আর কখনও পয়সা হিসাবে দান করা হয়। তবে ইহুদীরা মনে করে যে, তাদের একজনই প্রভু ও রাজা, যিনি ঈশ্বর, তাই অন্য কাউকে কর দেওয়া তারা ভাবতে পারে না। তাই যীশুর কাছে ফরিসিদের এই প্রশ্ন লোকদের মধ্যে একটা সংশয় সৃষ্টি করার জন্যেই করা হচ্ছে। যীশু যা-বলেন, তাতেই তাঁরা তাঁকে ধরে ফেলতে পারবেন, আর যীশু কোনও ভাবে পালাতে পারবেন না।

তবে যীশু ফরিসিদের এই প্রশ্নের এমন একটি উত্তর দেন যে, তাঁরা ভাবতেও পারেন না এবার কি বলবেন। যীশু তাঁদের নির্বাক করে দিচ্ছেন। সাধারণ কেনাবেচার জন্যে ব্যবহৃত পয়সায় সীজারের ছবি থাকত, আর মন্দিরের পয়সায় তা থাকত না, তাই যেকোনো সহজে বুঝতে পারে কোনও পয়সা সীজারের বা মন্দিরের। তাই যীশু যখন বলছেন, সীজারের প্রাপ্য সীজারকে আর মন্দিরের প্রাপ্য মন্দিরে যেন দেওয়া হয়, তখন তিনি ফরিসিদের একথা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, এই দু'টির মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব অনর্থক। আমাদের যখন দেশকে ও ঈশ্বরকে মনে চলতে হবে, তখন আমাদের মনে

রাখতে হবে, এই দু'টির মধ্যে কোনও প্রকাশ দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া ঠিক নয়, তা বরং আমাদের স্বাভাবিক জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তবে আমরা জানি দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের নানা দায়দায়িত্ব থাকে, দেশের আইন মেনে চলার জন্যে আমাদের সচেতন হতে হবে, আর এই ভাবে আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। সাধু পিতর (১ পিতর ২ঃ১৩-১৪) আর সাধু পল (রোমীয় ১৩ঃ১-৭) আমাদের মনে করিয়ে দেন আমরা যেন দেশের নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়দায়িত্ব পূরণে কোনও ত্রুটি না রাখি।

আমরা নতুন প্রজন্মের মানুষ আর আমরা বাস করি এমন এক পরিবেশে যেখানে আমাদের সবাব সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। আমরা বহুধর্মক্ষেত্রে বাস করি, তাই নিজের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তুলে ধরতে গিয়ে অন্য ধর্মকে তচ্ছল্য করি, তা কিন্তু ভাল হবে না। আমাদের দেখতে হবে সব ধর্মের আমরা সম্মান করে চলি, আর সেই একই সম্মান দেশের প্রতিও দেখাই। তার অভ্যস্ত সুযোগ আমরা পাই - দেশের সমস্ত আইন যখন মেনে চলি, তখন আমরা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করি আমরা দেশের প্রকৃত ও বিশ্বস্ত নাগরিক। তবে মাঝে মাঝে আমাদের এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়, যেখানে দেশের কোনও আইন বা নির্দেশ আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধ হতে পারে। সেই সব মুহূর্তে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, দেশ আমাদের যা করতে বলছে, তা আমরা স্বতস্পূর্ত ভাবে মেনে নিতে পারব কি না। যেমন, দেশের জনসংখ্যা কমানোর জন্যে ভারতবর্ষ গর্ভপাতকে আইন সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু যীশুর শিষ্য-শিষ্যা হিসাবে আমরা এই আইন মেনে নিতে পারব না। তাই আমাদের এমন আইন না মানলেও চলে, তবে তা করার পূর্বে আমাদের দেশের শাসনকর্তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, এই আইন যেহেতু আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধ, তাই আমরা মেনে নিতে পারছি না।

তবে এমন পরিস্থিতি কিন্তু ব্যতিক্রমিক, আর অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দেশভক্তির মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব আসার কথা নয়। তবু আমাদের

জেগে থাকতে হবে, যাতে কোনও পরিস্থিতিতে পড়ে আমাদের কোনও একটি বেছে নিতে হলে, আমরা যেন আমাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও বিবেকের গুঞ্জনের অনুসারে কাজ করতে পারি।

আজ আমরা পালন করছি বিশ্ব ধর্মবিস্তার রবিবার, তাই এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করি। আজ সারা বিশ্বে রয়েছে ৩০০০ ধর্মপ্রদেশ, এগুলির মধ্যে প্রায় ১০০০ ধর্মপ্রদেশ ধর্মবিস্তার ক্ষেত্রে পড়ে, তাদের আমাদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, গির্জা গঠন করার জন্যে, যাজক-শিক্ষা নিকেতন বানানোর জন্যে, বিভিন্ন ভাষায় ধর্মশিক্ষা দেওয়ার স্কুল বা কলেজ তৈরী করার জন্যে। এই দিনের আলোচ্য বিষয়গুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মণ্ডলীর জীবনে ধর্মবিস্তারের এক বিশেষ ও অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা রয়েছে।

এই উপলক্ষে প্রত্যেক বছর পোপ মহোদয় এক বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে আলোকপাত করে আমাদের বিশেষ প্রার্থনা নিবেদন করতে আহবান করেন। ২০০৩ সালের বিশ্ব ধর্মবিস্তার রবিবার বার্তায় প্রয়াত সাধু পোপ দ্বিতীয় জনপল আমাদের আহবান করেছিলেন, আমরা যেন আরও 'ধ্যান-মগ্ন, পবিত্র, ধর্মবিস্তার-মুখী, প্রার্থনার ওপর ভিত্তি করে' এগিয়ে যেতে পারি। ২০০৬ সালের বার্তায় পোপ বেনেদিক্ট খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আহবান জানিয়েছিলেন, আমরা সবাই যেন আমাদের পারস্পরি ভালবাসা কাজে প্রকাশ করতে পারি। ২০১৩ সালে তাঁর প্রথম বিশ্ব ধর্মবিস্তার রবিবার বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আহবান জানিয়েছিলেন, আমরা যেন সাহসের সঙ্গে নির্ভীক ভাবে প্রত্যেক পরিবেশে যীশুর বাণীর মাধ্যমে তাঁর করুণা, উপস্থিতি ও পরিদ্রাণ ঘোষণা করতে পারি।

থমাস মোর ছিলেন একজন ইংরেজ ধর্মশীদ, কিন্তু খ্রীষ্টশহীদের মুকুট গ্রহণ করার পূর্বে তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর পরামর্শদাতা এবং ইংল্যান্ডের চ্যান্সেলার। রাজা হেনরী পোপ মহোদয়ের নির্দেশ অমান্য করে নিজের খ্রী আরাগানের কাথারিন খুঁচে থাকতেই এক পুত্র সন্তানের আশায় এবং অ্যান বোলিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করেন। এবার রাজা আইন

নিজের হাতে নিয়ে নিজেকেই মণ্ডলীর শীর্ষনেতা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং রোমের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করেন। রাজা তাঁর মন্ত্রিসভার সবাইকে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা সবাই তাঁর সিদ্ধান্তের সহমত জানিয়ে সই করবেন, কিন্তু থমাস মোর তা মেনে নিতে পারেন না। রাজা তাঁকে ভয় দেখান - সই কর, নইলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। তবু থমাস তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। তাঁর সামনে ছিল দু'টি দায়িত্ব - ঈশ্বরের প্রতি এবং দেশের প্রতি। তাঁকে যখন বন্দী করে নেওয়া হয়, তখন তিনি বুঝতে পারেন এবার তাঁকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে ঈশ্বরের প্রতি। ১৫৩৪ সালে তাঁকে যখন মেরে ফেলার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি পথে সকলকে খ্রীষ্টের প্রতি অনুগত থাকতে ইন্ধন যোগান। মৃত্যুর সময় তিনি একথা বলেন, 'আমি রাজার বিশ্বস্ত সেবক হয়ে মরছি, কিন্তু তার আগে ঈশ্বরের!'

আজকের মঙ্গলসমাচার আমাদের সামনে দু'ধরনের নাগরিকত্বের কথা তুলে ধরে - পার্থিব এবং শাস্বত, ঈশ্বরের প্রতি এবং দেশের প্রতি। আমরা একই সময় স্বর্গের এবং দেশের নাগরিক। দু'টির প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে, আর আমাদের আশা দু'টির মধ্যে কোনও ভোদাভেদ না ওঠে। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে থমাস মোরের মতো আমাদের দেখতে হবে, যাতে আমরা যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কখনও না যাই, তার ফলে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যেতে হলেও!

আমরা কী ভাবে ধর্মবিস্তার কাজে সহায়তা করতে পারি? আমরা তা করতে পারি প্রথমে আদর্শ খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, ধর্মবিস্তারের জন্যে প্রত্যেকদিন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। তৃতীয়ত আর্থিক সহায়তা দান।

সার্বজনীন প্রার্থনা :

যাজক : আমাদের স্বর্গনিবাসি পিতা চান আমরা যেন দেশের ও স্বর্গের নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে পারি আর এই ভাবে একদিন স্বর্গীয় মহিমা লাভ করার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তাই আসুন আমাদের মঙ্গলময় পিতার কাছে আমাদের সকল প্রার্থনা ও আবেদন

তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, হে প্রভু, আমাদের ডাকে সাড়া দাও!

- ১। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া ক্যাথলিক মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, যাতে পরম পিতার দেওয়া আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ থেকে কখনও বঞ্চিত না হয়। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ২। মণ্ডলীর পরিচালকদের জন্যে প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় পিতা যেন আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল —, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কার্ডিনালদের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানুষের স্বর্গীয় ভোজসভার জন্যে প্রস্তুত করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৩। বিশ্ব ধর্মবিস্তার দিনে আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যীশুর সেই অস্তিম নির্দেশ - আমরা যেন তাঁর মঙ্গল লাভাণী পৃথিবীর সর্বত্রই ঘোষণা করতে পারি - তা পূরণ করার জন্যে সকল খ্রীষ্টভক্ত যেন এগিয়ে আসে এবং যথাসাধ্য সাহায্য করে। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৪। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি, যাতে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে কারও যেন ঈশ্বরের বা ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে বাধ্যকতার সম্মুখীন হতে না হয়, বরং সর্বত্রই ঈশ্বরের সেই নাগরিকত্ব লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৫। আমরা আজ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি বাণীপ্রচারকদের জন্যে। বিভিন্ন দেশ এমন বাণীপ্রচারকদের বিরুদ্ধে নানা আইন প্রণয়ন করে, তাদের এই দুর্কহ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রার্থনা করি, পরম আত্মা যেন সকল বাধা-মুক্ত করে তাদের প্রচেষ্টা সফল হতে সহায়তা করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
- যাজক : হে দয়াময় পিতা, তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁর মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পারি। তাই অনুময় করি তোমায়, তাঁর নির্দেশ মতো আমরা যেন সাহসের সঙ্গে এই মঙ্গলবাণীর দূত হয়ে উঠতে পারি এবং সকলকে মুক্তিদাতার ছত্রছায়ায় আনতে পারি। তাঁরই পুণ্য নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।